শ্রীশ্রী শিলাবতী পঞ্চগ্রামীন মেলা কমিটি বড়গ্রাম

গভঃ রেজিস্ট্রিকৃত নং এস/১এল/২২১৭—২০০১

বর্ত্তমান শিলাবতী মেলা কমিটির পরিচালক মন্ডলী

২০১১ সাল

১।	সর্ব্ব শ্রী মদন মোহন মাহাত (সভাপতি)		সরচাকলতা
২।	মদন চন্দ্র সহিষ (সহ সভাপতি)		চক্‌গোপালপুর
৩।	গোপালকৃষ্ণ মাহাত (সম্পাদক)		বড়গ্রাম
৪।	শুকদেব নন্দী (সহ-সম্পাদক)		বড়গ্রাম
৫।	ভূদেব সিং সর্দার (কোসাধ্যক্ষ)		বরিয়ারপুর
৬।	সহদেব দেবশর্ম্মা (কনভেনার)		সরচাকলতা
৭।	সন্তোষ কুমার মাহাত	সদস্য	নপাড়া
৮।	সদানন্দ মাহাত	,,	(সরচাকলতা) ও গন্দা
৯।	গুরুপদ রায়	,,	বড়গ্রাম
১০।	সুধীর কুমার মাহাত	,,	দাঁন্দুড়ি
১১।	সীতারাম মাহাত	,,	নপাড়া
১২।	রথুলাল রাজোয়াড়	,,	বড়গ্রাম
১৩।	বিশ্বজিৎ মুদি	,,	বড়গ্রাম
১৪।	অশ্বিনী রাজোয়াড়	,,	বড়গ্রাম
১৫।	অমূল্য গরাঁই	,,	সরচাকলতা
১৬।	ভাগবৎ সহিস	,,	,,
১৭।	নিশিথরঞ্জন মাহাত	,,	,,
১৮।	জগদীশ মাহাত	,,	লেদাড়ি
১৯।	আদিত্য প্রসাদ হেমব্রম	,,	কুদুড়কা
২০।	বিকাশ মাহাত	,,	নপাড়া
২১।	বুদ্ধেশ্বর মন্ডল	,,	কুদুড়কা

২২।	নীলকমল মুদি	সদস্য	রাঙ্গালী
২৩।	নরেন মুদি	,,	রাঙ্গালী
২৩।	অনাথবন্ধু নন্দী	,,	রাঙ্গালী
২৫।	রাখাল চন্দ্র মাহাত	,,	নপাড়া পুরাবাগান
২৬।	স্বপন ব্যানার্জী	,,	বড়গ্রাম
২৭।	অসিত গরাঁই	,,	বড়গ্রাম
২৮।	গণেশ মুদি	,,	বড়গ্রাম
২৯।	আনন্দময় নন্দী	,,	বড়গ্রাম
৩০।	অরুন মাহাত	,,	বড়গ্রাম
৩১।	প্রদীপ নন্দী	,,	বড়গ্রাম
৩২।	বাদল সহিস	,,	বরিয়ারপুর
৩৩।	লধর শা (নাইট গার্ড)	,,	সরচাকলতা
৩৪।	বিশু নন্দী (সিধান)	,,	বড়গ্রাম
৩৫।	সুনীল রায়	,,	বড়গ্রাম
৩৬।	চিত্তরঞ্জন মুদি	,,	বড়গ্রাম
৩৭।	অনন্ত মুদি	,,	বড়গ্রাম
৩৮।	অনিল মন্ডল	,,	দাঁন্দুড়ি
৩৯।	সুচাঁদ মাঝি	,,	দাঁন্দুড়ি
৪০।	যামিনী পরামানিক	,,	বড়গ্রাম
৪১।	উত্তম দাঁ	,,	,,
৪২।	বিষ্ণুপদ হেমব্রম	,,	,,
৪৩।	বাপি দাঁ	,,	ঘাটশীলা সিংভূম
৪৪।	আলাউদ্দিন আনসারী	,,	সরচাকলতা
৪৫।	ইদরীশ আনসারী	,,	বড়গ্রাম
৪৬।	শশাঙ্কশেখর সেন	,,	নপাড়া

আশ্রম পরিচালক কমিটি

১।	সাধু সিং সর্দার	কুঁধুড়কা
২।	গোপাল মাহাত	চকগোপালপুর
৩।	কংগ্রেস সহিস	,,
৪।	নির্ব্বোধ দাঁ	বড়গ্রাম
৫।	সুনীল মাহাত	চকগোপালপুর
৬।	সাধন সহিস	,,
৭।	কিংকর সহিস	,,
৮।	গৌরাঙ্গ কর্মকার	সরচাকলতা
৯।	গদাধর মুদি	বড়গ্রাম
১০।	উত্তম রাজোয়াড়	,,
১১।	পরান ধীবর	,,
১২।	বাবলু ঠাকুর	,,
১৩।	সুবল দাঁ	,,
১৫।	চেপু পাল	,,
১৬।	কৈলাশ পরামানিক	,,
১৭।	ভীম পাল	,,
১৮।	শিবু ধীবর	,,
১৯।	শান্তি পাল	,,
২০।	ললিত পাল	সরচাকলতা
২১।	শিবু সহিস	চকগোপালপুর
২২।	চন্ডীচরন মাহাত	বড়গ্রাম
২৩।	ঠেলু মাহাত	পিয়ালশোল
২৪।	দুলাল সহিস	চকগোপালপুর
২৫।	নারায়ণ মাহাত	নপাড়া
২৬।	কৃষ্ণপদ মাহাত	সরচাকলতা

শ্রীশ্রী শিলাবতী পঞ্চগ্রামীন মেলার সৃষ্টি মাহাত্ম্য
বড়গ্রাম (সত্য ঘটনা)

১৩৪৭ সালে বড়গ্রামে একটি মুঙ্গের জেলার হিন্দীভাষী সাধু আবির্ভুত হয়। উচ্চতা ৪ ফুটের মতো ডাক নাম পুটরু সাধু বাবা ভাল নাম ভগবানদাস মহন্ত। সাধু বাবা বললে হাসতেন সাধু খুড়ো বললে ৩০/৪০ ফুট তেতুঁল গাছে থাকলে ঝাঁপ দিয়া দিতেন ও হিন্দী ভাষায় গালাগালি দিতেন। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে সংগ্রহ করে জানা যায় সাধুর বহু অলৌকিক বিদ্যা ছিল যেমন ভরা পুকুরে হেটে পারাপার গাছ হইতে ঝাপ দেওয়া বাসের আগে বড়গ্রাম আসা ৪/৫ ফুট উপরে আসন করা ইত্যাদি। নেশা করতেন গাঁজা একটি পিতলের লোটা ছিল কুলিতে ধুলো ধান চাউল কুড়াতেন দোকানে ঢেলে দিয়া বলতেন গাঁজা দিজিয়ে। বড়গ্রামের মাহাত পাড়ায় গিরিশ মাহাতর খোলা পিড়াতে থাকতেন কাহারও বাড়ীতে উপজাতক হয়ে খেতেন না ডেকে নিয়ে গেলে খেতেন মদন ব্যানার্জীর বাড়ীতে বেশী খেতেন। এই ভাবে বড়গ্রামে দুই বছর বসবাস করে ছিলেন। তারপর ১৩৪৯ সালের পৌষ মাসের শেষ দিকে সাধুবাবা ঘোষনা করে দিলেন আমি গিরিশ বাবার খোলা পিড়াতে দেহ রাখিব। গ্রামের যেত না কীর্ত্তন দল হে আ ষায়ে গা গিরিশ বাবার খোলা পিড়ামে, সাধু পদ্মাশন করে ধ্যান মগ্ন হইলেন বৈকাল ২টায় ১ঘন্টা বাদে ৩টার সময় সাধু দেহ ত্যাগ করলেন। গ্রামের ৩টি কীর্ত্তন দল কীর্ত্তন শুরু করলেন গ্রামের মায়েরা ও বোনেরা সকলে ফুলের মালা উলধ্বনি শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিন করে শিলাবতী শ্মশানে বহু

নিচে সমাধি করে দিলেন। বর্ত্তমানে ঐ সমাধি স্থলে হরিনাম হয়। করেন ৺কৃষ্ট মাহাতর চক্‌গোপাল গ্রামের বংশধরেরা। ঐ দিন হইতে শিলাবতী নদীর উৎপত্তি স্থলে হরিনাম শুরু হইল ও মেলা আরম্ভ হইল। মেলা বহু নিচে ছিল, জঙ্গল থাকায় মেলাটি পঞ্চগ্রামের যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় বর্ত্তমানে যেখানে মেলা হয় এই স্থানে স্থাপন করিলেন। বর্ত্তমানে একটি হরিমন্দির ও শিলাবতী মন্দির নির্মাণ করা হয়। মেলাটি পঞ্চগ্রামীন কমিটি দ্বারা ও জন সাধারনের সাহায্যার্থে পরিচালনা করা হয় মেলাটির বয়স বর্ত্তমানে ৬৯ বছর। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ৭ দিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতে হরিনাম, বাউল গান, কবিগান কীর্ত্তন অনুকুল ঠাকুরের সৎসঙ্গ ও নর নারায়ণ সেবা হয়।

এই হইল শিলাবতী মেলার সূচনা।

মেলাতে আসুন মায়ের মন্দিরে দান করুন ও মাকে দর্শন করুন।

বিনীত

শ্রীশ্রী শিলাবতী পঞ্চগ্রামীন মেলা কমিটি বড়গ্রাম

-ঃ শিলাবতী নদীর উৎপত্তি বর্ণনা ঃ-

বহু পুরাতন কালে হুড়া থানা পুরুলিয়া জেলার অন্তরগত বড়গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে দেওল ভিড়া নামক একটি পাথরের মন্দির আছে (বর্ত্তমান ও আছে) উক্ত মন্দিরে মাচন্ডীর পূজা করতেন জয় পন্ডা নামক এক পন্ডা। জয় পন্ডার পূজো অর্চনা ও পরিচচ্চা করার জন্য একজন দাসীও ছিলেন। ঐ দাসী মন্দিরের পূজার জিনিষ যোগাড় করে দিতেন। বহুদিন যাবৎ বসবাস করার পর পন্ডার গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছা হইল। গঙ্গাস্নান করার সমস্ত জিনিষ ঐ দাসী যোগাড় করে দিলেন। যাইবার কালে পন্ডাকে একটি কাপড়ের পোঁটলা হাতে দিয়া বললেন বাবা এই পোঁটলাটি মা গঙ্গার জলে বিসর্জন করে দিবেন। জয় পন্ডা গঙ্গা স্নানে চললেন তখনকার দিনে ১০ দিন পায়ে হেঁটে গঙ্গায় পৌছলেন। গঙ্গা স্নান করে পূজো, আহ্নিক তর্পন সেরে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। প্রায় ১ মাইল আসার পর দাসীর পোঁটলার কথা মনে পড়ে গেল। পুনরায় গঙ্গায় গেলেন দাসীর পোঁটলাটি গঙ্গায় বিসর্জন করে দিলেন মাগঙ্গা দুইহাত তুলে দাসীর পোঁটলাটি গ্রহন করিলেন পন্ডা অবাক দৃষ্টে চেয়ে দেখলেন মা গঙ্গা দুইহাত তুলে গ্রহন করলেন তবে কে ঐ দাসী। আমি সারাজীবন পূজা অর্চনা আরাধনা করলাম মা গঙ্গাকে দেখতে পাইলাম না কে ঐ দাসী। পন্ডা দ্রুত বেগে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগলেন। আর পাগলের ন্যায় বলতে লাগলেন কে মা তুমি তুমি আমায় ক্ষমা কর বল তুমি দেবী না মানবী। এই ভাবে বাড়ী পৌছালেন দেখলেন বাড়ীতে নেই জল আনার জন্য পূর্ব্ব দিকে দারিদ্র সরোবরে গিয়াছেন পন্ডা ডাকতে, ডাকতে বলতে

লাগলেন কে মা তুমি আমায় পরিচয় দাও। দাসী বুঝতে পারলেন পন্ডা আমার পরিচয় জেনে গেছে তাই ভর্ত্তি কলসী লইয়া ছুটতে ছুটতে পূর্ব্ব দিকে (বর্ত্তমানে সাহাবাঁধ আছে) ঐ স্থানে কলসী জল ফেলে দিয়া ঐ জলে গঙ্গায় মিলিত হইলেন শিলাবতী নদী নাম ধারন করিয়া। পন্ডা পিছু পিছু যাইতে লাগলে ঐ জয় পন্ডা নাম ধারন করে নদীরূপে বিলিন হয়ে গেলেন।

মা শিলাবতী নদীর উৎপত্তি ও জয় পন্ডা নদীর উৎপত্তি কাহিনী -

এই শিলাবতী নদীর চরে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই নদীর রূপ মেদনীপুর জেলায় বিরাট আকার ধারণ করেছে।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে হুড়া থানার অন্তরগত বড়গ্রামে যেখানে শিলাবতী নদীর উৎপত্তি স্থল সেইখানে ৭দিন ব্যাপী বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাতে টুসু ভাসান হরিনাম, বাউল গান, লীলা কীর্ত্তন, কবিগান, অনুকুল ঠাকুরের সৎসঙ্গ ও নর নারায়ণ সেবা হয়।

আসুন মা শিলাবতী মাতার মন্দির দর্শন করুন ও মুক্তহস্তে দান করুন।

॥ জয় মা শিলাবতী ॥